

ডিএমডি হলেন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকের ৮ কর্মকর্তা

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ছয় ব্যাংকের আটজন মহাব্যবস্থাপক (জিএম) পদোন্নতি পেয়ে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) হয়েছেন। পদোন্নতিপ্রাপ্তদের নিজ নিজ ব্যাংকে পদায়ন করা হয়েছে। ৯ এপ্রিল অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এ নিয়ে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

পদোন্নতিপ্রাপ্তরা হলেন প্রবাসীকল্যাণ ব্যাংকের মো. নূর আলম সরকার, অগ্রণী ব্যাংকের আবুল বাশার ও শামিম উদ্দিন আহমেদ, রূপালী ব্যাংকের মো. ফয়েজ আলম ও হারুনুর রশীদ, সোনালী ব্যাংকের মো. আবু সাঈদ, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (বিডিবিএল) পরিতোষ সরকার ও জনতা ব্যাংকের মো. নুরুল ইসলাম মজুমদার।

জারি করা প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি), উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) ও মহাব্যবস্থাপক (জিএম) পদে নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়ন নীতিমালা-২০২৩' এবং সরকারের বিভিন্ন সময়ে জারি করা নীতিমালা বা প্রজ্ঞাপন দ্বারা পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের চাকরি নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হবে। অবিলম্বে এ আদেশ কার্যকর করতে বলা হয়েছে।

নমিনির অনুপস্থিতে মৃত ব্যক্তির ব্যাংকে গচ্ছিত টাকা কে পাবে?

নমিনি ব্যতীত অন্য কাউকে জমানো অর্থ পাওয়ার সুযোগ নেই বলে পূর্ণাঙ্গ রায় দিয়েছেন মহামান্য হাইকোর্ট। ২৩ পৃষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ এ রায়ে হাইকোর্ট বলেছেন, 'নমিনি সংক্রান্ত আইন, বিধি-বিধান মেনে যদি কোথাও নমিনি থাকে তাহলে আমানতকারী, বন্ডধারী, শেয়ারহোল্ডার, পেনশনধারী ইত্যাদি ব্যক্তির মৃত্যুর পর সংশ্লিষ্ট নমিনি আমানতকৃত সব অর্থ বা অন্যান্য সুবিধাদির অধিকারী হবেন। ৭৩ ডিএলআর, এপ্রিল ২০২১ ইস্যুতে উল্লেখ করা হয়েছে, বিদ্যমান সব আইন ও বিধিবিধান অনুযায়ী আমানতকারীর মৃত্যুর পর নমিনিকৃত আমানত বা সুবিধাদি গ্রহণে নমিনিই অধিকারী হবেন এবং অন্যান্য সব ব্যক্তি এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন

আপনার পিতা, মাতা বা পরিবারের কোনো সদস্য ব্যাংক, পোস্ট অফিস বা কোনো ফাইন্যান্স ইনভেস্টমেন্ট প্রতিষ্ঠান বা বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে টাকা পয়সা রেখে মৃত্যুবরণ করলে ওই টাকা উত্তোলনে উত্তরাধিকার সনদ অর্থাৎ সাকসেশন সার্টিফিকেট নিতে হয়। যদি ওই মৃত ব্যক্তি কারও নমিনি করে না যায়।

নমিনি ব্যতীত অন্য কাউকে জমানো অর্থ পাওয়ার সুযোগ নেই বলে পূর্ণাঙ্গ রায় দিয়েছেন মহামান্য হাইকোর্ট। ২৩ পৃষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ এ রায়ে হাইকোর্ট বলেছেন, 'নমিনি সংক্রান্ত আইন, বিধি-বিধান মেনে যদি কোথাও নমিনি থাকে তাহলে আমানতকারী, বন্ডধারী, শেয়ারহোল্ডার, পেনশনধারী ইত্যাদি ব্যক্তির মৃত্যুর পর সংশ্লিষ্ট নমিনি আমানতকৃত সব অর্থ বা অন্যান্য সুবিধাদির অধিকারী হবেন। ৭৩ ডিএলআর, এপ্রিল ২০২১ ইস্যুতে উল্লেখ করা হয়েছে, বিদ্যমান সব আইন ও বিধিবিধান অনুযায়ী আমানতকারীর মৃত্যুর পর নমিনিকৃত আমানত বা সুবিধাদি গ্রহণে নমিনিই অধিকারী হবেন এবং অন্যান্য সব ব্যক্তি এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন।

হাইকোর্ট বিভাগ আরও বলেছেন, 'নমিনি পদ্ধতিটা বৈধ এবং নমিনি পদ্ধতিটাই থাকবে। ব্যাংক কোম্পানি আইন-১৯৯১, ইন্সুরেন্স অ্যাক্ট, গভর্নমেন্ট সেভিং ব্যাংকস অ্যাক্ট-১৮৭৩, পোস্ট অফিস ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট অধ্যাদেশ ১৯৪৪, ইন্সুরেন্স অ্যাক্ট-২০১০, কো-অপারেটিভ সোসাইটিস অ্যাক্ট-২০০১, পেনশন সহজীকরণ বিধিমালাসহ পার্লামেন্ট কর্তৃক পাস করা বহু আইন আছে যেখানে বলা আছে আমানতকারীর ইচ্ছা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট নমিনি এই অর্থ বা সুবিধা পাবেন। এই ধরনের কোনো আইন বা এর কোনো অংশকে কোনো মামলায় কখনো অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হয়নি।

আর মৃত ব্যক্তির গচ্ছিত টাকার নমিনি না থাকলে নিতে হবে উত্তরাধিকার সনদ। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠবে। হঠাৎ করে জসীম মিয়া মারা গেলেন। দুই ভাই, এক বোন ও মাকে নিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়লেন মৃত জসীম মিয়ার বড় ছেলে জালাল মিয়া। বাবার মৃত্যুর পর ব্যাংক থেকে টাকা ওঠাতে পারছেন না তারা। ব্যাংক থেকে তাকে জানানো হয়েছে তার বাবার নামে জমানো টাকা ওঠাতে চাইলে তাদের উত্তরাধিকার সনদ জমা দিতে হবে। এই সনদ ছাড়া ব্যাংকের টাকা তোলা যাবে না। কারণ ব্যাংক হিসাবে জসীম মিয়া কারও নমিনি করে যাননি।

৭৮ বছর পর থাই রাজা আনন্দ মাহিদোলের হত্যার পুনর্তদন্তের দাবি নিয়ে শুনানি

উত্তরাধিকার সনদ হচ্ছে কোনো মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকার বা ওয়ারিশ কতজন এবং মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া অর্থ কে কতটুকু পাবেন, সে সম্পর্কে আদালত থেকে জারি করা একটি সনদ। এ সনদ শুধু মৃত ব্যক্তির অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে দেয়া হয়ে থাকে, জমিজমা বিষয়ে জারি করা হয় না। মৃত ব্যক্তির হিসাবের টাকা তোলার জন্য জেলা জজ আদালতে বা জেলা জজের মনোনীত অন্য কোনো আদালত থেকে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে এ সনদ তুলতে হয়। ঢাকায় তৃতীয় যুগ্ম জেলা জজ আদালতকে এ সনদসংক্রান্ত বিষয় নিষ্পত্তির এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। নিম্ন আদালতগুলোতে সাধারণত যুগ্ম জেলা জজ ও ডেলিগেট দ্বিতীয় কিংবা ১ম আদালতকে এ সনদ-সংক্রান্ত বিষয় নিষ্পত্তির এখতিয়ার দেয়া হয়ে থাকে। মৃত ব্যক্তির বৈধ উত্তরাধিকারীরা প্রত্যেকে কিংবা তাদের পক্ষে যিনি টাকা তুলবেন, তাকে আদালতে আইনজীবীর মাধ্যমে আরজি দাখিল করতে হবে।

আবেদনের সঙ্গে হলফনামা দিতে হয়। যে বিষয়গুলো সংযুক্ত করতে হয় তন্মধ্যে-১। আবেদনকারী মৃত ব্যক্তির সম্পর্কে কী হন, ২। মৃত ব্যক্তির এ টাকা কাউকে দান বা উইল করে যাননি, ৩। উইলের জন্য কোনো প্রবেট বা লেটার অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দরখাস্ত দাখিল করে যাননি ৪। আবেদনকারীকে অন্য উত্তরাধিকারীরা টাকা তোলার ক্ষমতা দান করেছেন, ৫। আরজিতে মৃত ব্যক্তির টাকার হিসাবের বিবরণ তফসিল আকারে দিতে হবে ৬। সিটি করপোরেশন, পৌরসভা বা ইউপি চেয়ারম্যানের কাছ থেকে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সনদপত্র জমা দিতে হবে, বর্তমানে অনলাইন মৃত্যু নিবন্ধন প্রয়োজন হয় ৭। মৃত ব্যক্তিকে যে কবরস্থানে সমাহিত করা হয়েছে, সে মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র প্রয়োজনে ৮। মৃত ব্যক্তি যদি কোনো হাসপাতাল বা ক্লিনিকে মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে সেখান থেকে প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ করে জমা দিতে হবে ৯। মৃত ব্যক্তি কোন ব্যাংকে কত টাকা রেখে গেছেন, সংশ্লিষ্ট ব্যাংক থেকে একটি ব্যাংক হিসাব বিবরণী ইত্যাদি দিতে হবে।

আদালতে আবেদন করার পর আদালত আবেদনকারীর জবানবন্দি নেবেন এবং সত্যতা যাচাই করবেন। পরবর্তী সন্ধ্যায় আদালতে যে পরিমাণ টাকা বা নিরাপত্তার বিপরীতে সনদ ইস্যু করবেন তার ওপর ২% হারে নির্দিষ্ট কোর্ট ফি জমা দেয়ার জন্য আদেশ দেবেন। কোর্ট ফি জমা দেয়া হলে পরে সনদ জারি করবেন। তবে দাবিকৃত অর্থের পরিমাণ ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত হলে কোনো কোর্ট ফি দিতে হয় না। কিন্তু ২০ হাজার থেকে যে কোনো পরিমাণ অর্থের ওপর দুই শতাংশ কোর্ট ফি জমা দিতে হয়।

উত্তরাধিকার সনদ পেতে দুই থেকে ছয় মাস সময় পর্যন্ত লাগতে পারে। উত্তরাধিকার সনদ উত্তোলনের জন্য আদালতে কোনো কারণে আবেদন খারিজ হলে জেলা জজ আদালতে যেতে পারেন আবার জেলা জজ খারিজ করলে আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে আপিলের সুযোগ রয়েছে। উত্তরাধিকার সনদ ব্যাংকে দাখিল করার পর ব্যাংক প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর মধ্যে টাকা বিতরণ করবেন। তবে সব উত্তরাধিকারী বা একাধিক উত্তরাধিকারী মিলে যদি কোনো একজন নির্দিষ্ট উত্তরাধিকারীকে পাওয়ার-অব-অ্যাটর্নি প্রদান করে, সে ক্ষেত্রে একজন উত্তরাধিকারী বরাবরও ব্যাংক অন্যদের অর্থ হস্তান্তর করতে পারে।

ক্রেডিট কার্ডে লেনদেন কমেছে বাংলাদেশীদের

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদন

মাসের ব্যবধানে দেশে এবং বিদেশে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে অর্থ খরচ কমিয়েছেন বাংলাদেশি নাগরিকরা। এর মধ্যে দেশে খরচ কমেছে ৪ দশমিক ৫ শতাংশ আর বিদেশে ৬ দশমিক ২০ শতাংশ। তবে একই সময়ে বেড়েছে বিদেশিদের ক্রেডিট কার্ডে লেনদেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

তথ্য বলছে, দেশে অবস্থানরত ও বেড়াতে আসা বিদেশিরা ফেব্রুয়ারিতে ক্রেডিট কার্ড দিয়ে খরচ করেন ২৪০ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা, যা আগের মাসে ছিল ১৮১ কোটি ৬০ লাখ টাকা। অর্থাৎ মাসের ব্যবধানে দেশের অভ্যন্তরে বিদেশিরা প্রায় সাড়ে ৫৮ কোটি টাকা বা ৩২ শতাংশের বেশি অর্থ ব্যয় করেছেন।

আর গত ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশিরা দেশের অভ্যন্তরে খরচ করেছেন ২ হাজার ৫৫৮ কোটি ১০ লাখ টাকা, যা আগের মাসের চেয়ে ১২০ কোটি ৩০ লাখ টাকা বা ৪ দশমিক ৫ শতাংশ কম। জানুয়ারিতে এ অঙ্ক ছিল ২ হাজার ৬৭৮ কোটি ৪০ লাখ টাকা। অন্যদিকে ফেব্রুয়ারিতে দেশের বাইরে গিয়ে বাংলাদেশিরা ৪৯৯ কোটি ১০ লাখ টাকা ক্রেডিট কার্ড দিয়ে পরিশোধ করেছেন বা তুলেছেন। এ অঙ্ক আগের মাসের চেয়ে ৩৩ কোটি টাকা বা ৬ দশমিক ২০ শতাংশ কম। গত জানুয়ারিতে এটি ছিল ৫৩২ কোটি ১০ লাখ টাকা।

শীর্ষে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক: বাংলাদেশে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে খরচ করা বিদেশিদের তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা। এ সময় মোট লেনদেনের মধ্যে ৬৪ কোটি টাকা ২৬ দশমিক ৬৫ শতাংশ খরচ করেন তারা। এর পরই আছেন যুক্তরাজ্যের নাগরিকরা। তারা ৩২ কোটি ৫০ লাখ টাকা বা ১৩ দশমিক ৫৬ শতাংশ ব্যয় করেন। এ ছাড়া ভারতীয়রা ২৩ কোটি ৭০ লাখ টাকা বা ৯ দশমিক ৮৬ শতাংশ, জাপানিরা ১০ কোটি ১০ লাখ টাকা বা ৪ দশমিক ২১ শতাংশ, কানাডিয়ানরা ১০ কোটি টাকা বা ৪ দশমিক ১৫ শতাংশ, অস্ট্রেলীয়রা ৭ কোটি ৯০ লাখ টাকা বা ৩ দশমিক ৩ শতাংশ এবং আরব আমিরাতের নাগরিকরা ৭ কোটি টাকা বা ২ দশমিক ৯ শতাংশ ব্যয় করেন ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে।

ফেব্রুয়ারিতে বিদেশিরা সবচেয়ে বেশি ৩৭ দশমিক ৭১ শতাংশ খরচ করেছেন ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে। নগদ উত্তোলন করেন ২৪ দশমিক ৭১ শতাংশ। এ ছাড়া যোগাযোগে ১৭ দশমিক ১৬ এবং পোশাকে ৮ দশমিক ৮৬ শতাংশ অর্থ ব্যয় করেন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশিরা বৈদেশিক মুদ্রার সর্বোচ্চ ২১ দশমিক ৭২ শতাংশই খরচ করেছেন ভারতে। সেখানে ১০৮ কোটি ৪০ লাখ টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়েছে। এ অঙ্ক জানুয়ারির চেয়ে ১১ কোটি ৯০ লাখ টাকা বা ১২ দশমিক ৩৩ শতাংশ বেশি। এ সময় দেশটিতে ব্যয় হয় ৯৬ কোটি ৫০ লাখ টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা, যা মোট খরচের ১৮ দশমিক ১৪ শতাংশ।

পরের অবস্থানে থাকা দেশ থাইল্যান্ডে খরচ হয় ১২ দশমিক ২৩ শতাংশ, যুক্তরাষ্ট্রে ১২ দশমিক ২০, সংযুক্ত আরব আমিরাতে ১০ দশমিক ৩৯, সিঙ্গাপুরে ৬ দশমিক ৮৩, যুক্তরাজ্যে ৫ দশমিক ৯৩ শতাংশ ব্যয় হয়।

দেশের বাইরে গিয়ে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি ২৭ দশমিক ৬৪ শতাংশ খরচ হয় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের কেনাকাটায়। এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের খুচরা পণ্য কেনায় ১৬ শতাংশ, ওষুধে ১৩ দশমিক ৮৩, পোশাকে ৯ দশমিক ৪৪ ব্যয় হয়েছে। আর ৭ দশমিক ৯ শতাংশ অর্থ তোলা হয়েছে নগদ হিসেবে।

ঈদের আমেজ ব্যাংকে ডিলেটাল লেনদেন

ঈদুল ফিতর ও পয়লা বৈশাখের টানা ছুটি শেষে গতকাল সোমবার প্রথম কর্মদিবস ডিলেটালোভাবে কেটেছে। ঈদের আমেজে ব্যাংকগুলোর শাখায় প্রাণচঞ্চল্য দেখা দিলেও লেনদেন হয়েছে কম। অনেকে গল্পগুজবেই দিন পার করেছেন। প্রথম কার্যদিবস হওয়ায় অনেককেই কুশল বিনিময় করতে অফিসের বিভিন্ন কক্ষে ছোটোছুটি করতে দেখা গেছে। রাজধানীর ব্যাংকপাড়া খ্যাত মতিঝিল, পল্টন, ফকিরাপুল, শান্তিনগর, রামপুরা, কাকরাইল ও গুলশান এলাকা ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে।

কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ছুটি শেষ হলেও স্বাভাবিক লেনদেন শুরু হয়নি ব্যাংকগুলোয়। সবগুলো ব্যাংকে হাতে গোনা স্বল্পসংখ্যক গ্রাহক লেনদেন করেছেন। ঈদের আগে উত্তোলন বেশি হলেও এদিন যে কয়জন আসছেন, তাঁদের বেশির ভাগই টাকা জমা দিতে এসেছেন। দু-একটি বড় লেনদেন ছাড়া সঞ্চয়কারীদের জমাই পড়েছে বেশি।

সোনালী ব্যাংকের স্থানীয় শাখার এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, ঈদের ছুটির পর গ্রাহকের উপস্থিতি কিছুটা কম। আশা করা যায়, আগামী সপ্তাহ থেকে লেনদেন বাড়বে।

একটি সরকারি ব্যাংকের সহকারী মহাব্যবস্থাপক মাহবুবুল আলম বলেন, ঈদের ছুটির পর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অফিসে এসেছেন। একে অপরের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন।

গতকাল সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু ছিল। আর ব্যাংকে লেনদেন হয় সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত। বাকি সময় দাপ্তরিক কাজের জন্য। যদিও ছুটির আগে রমজানে ব্যাংকে লেনদেন চলেছিল সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত এবং অন্যান্য দাপ্তরিক কার্যক্রমের নির্ধারিত সময় ছিল বিকেল ৪টা পর্যন্ত। এর মধ্যে বেলা সোয়া ১টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত নামাজের জন্য বিরতি ছিল। বিরতির সময় স্বাভাবিক সময়ের মতো অভ্যন্তরীণ সমন্বয়ের মাধ্যমে লেনদেন কার্যক্রম অব্যাহত ছিল।

জানা গেছে, গত বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার (১০, ১১ ও ১২ এপ্রিল) ছিল ঈদুল ফিতরের ছুটি। এরপর শনিবার (১৩ এপ্রিল) ছিল সাপ্তাহিক ছুটি। পরদিন রোববার (১৪ এপ্রিল) নববর্ষের ছুটি।

Credit card use slightly down in February

Plastic money transactions fell 4.77% to Tk 3,057 crore

Bangladeshi credit cardholders spent a bit less at home and abroad in February compared to the previous month, according to Bangladesh Bank.

The transactions amounted to Tk 3,057 crore, dipping 4.77 percent. Those on the domestic front decreased by 4.49 percent to Tk 2,558 crore. Meanwhile the ones abroad were marked by a drop of 6.19 percent to Tk 532 crore.

People have become cautious in using loans for their spending in the face of spiralling inflation, several bankers said yesterday.

Seeking anonymity, an official of a top commercial bank, blamed the high inflation for a reduction in peoples' purchasing capacity.

"Many have cautiously reduced their expenditures through credit cards to reduce pressure on their wallets," he said.

Overall inflation in Bangladesh stood at 9.67 percent in February, according to the Bangladesh Bureau of Statistics.

Although it was down 19 basis points from that in January, the consumer price index persisted at over 9 percent since March.

Ramadan, when consumption of some food items usually increases, began on March 12 and ended with Eid-ul-Fitr on April 11, centring which Bangladeshis tend to purchase a lot of clothes, he said.

So, in anticipation of these, it could be that many people were conservative in spending during the preceding month, meaning February, he added.

"Historically, transactions in February are low as it is a shorter month than January," said Syed Mohammad Kamal, country head for Mastercard in Bangladesh.

Although it was of 29 days, there were two public holidays on February 21 and 26 marking International Mother Language Day and Shab-e-Barat respectively, he said.

Kamal also pointed out the persisting elevated inflationary pressure in the country.

However, he said the real scenario can be better understood though March's transaction figures as it was just ahead of the shopping period marking Eid-ul-Fitr, one of two major religious festivals for Muslims.

On the domestic front, transactions at department stores decreased to Tk 1,269 crore in February from Tk 1,320.6 crore in January.

Meanwhile, transactions at retail outlets and related utilities noted a minor decrease. In addition, cash withdrawals reduced to Tk 187.7 crore in February from Tk 207.1 crore in January.

Transactions for drugs and at pharmacies declined to Tk 134.5 crore from Tk 137.3 crore while for clothing it fell to Tk 150 crore from Tk 162.5 crore.

A significant portion, or around 71.55 percent, of the credit card transactions took place using VISA cards while around 17.73 percent using Mastercard.

Also, about 10.54 percent of the transactions were made with American Express cards.

Cross-border transaction patterns revealed that the highest amount was in India, accounting for approximately 21.72 percent of the total.

The other places include Thailand (12.23 percent), the US (12.20 percent), the UAE (10.59 percent), Singapore (6.83 percent), the UK (5.93 percent), Saudi Arabia (4.71 percent) and Canada (4.60 percent).

Bangladesh Bank also mentioned that in terms of the amount, transactions by Bangladeshi credit cardholders outside the country were around 2.08 times higher than that conducted by foreign nationals within Bangladesh in February.